

“রাছুলগণের প্রতি বিশ্বাস” বলতে কি বুঝায়?

রাছুলগণের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করার অর্থ হলো:- ব্যাপক ও বিশদভাবে এই ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁর বান্দাহদের প্রতি তাদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক নাবী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.^১

অর্থাৎ- আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রাছুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।^২

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.^৩

অর্থাৎ- সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে রাছুলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাছুলগণের পরে আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন যৌক্তিক অভিযোগ না থাকে।^৪

যে ব্যক্তি নাবী-রাছুলগণের (ﷺ) আহবানে সাড়া দিয়েছে সে-ই হয়েছে সৌভাগ্যবান, আর যে তাদের বিরোধিতা করেছে সে-ই হয়েছে হতভাগা-দুর্ভাগা।

নাবী-রাছুলগণের (ﷺ) মধ্যে কয়েকজনের নাম জানা গেছে এবং অনেকেরই নামই জানা যায়নি। যাদের নাম কোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ উল্লেখ করেছেন, কিংবা যাদের নাম রাছুল ﷺ বর্ণনা করেছেন, তাদের প্রতি বিশদ ও সুনির্দিষ্টভাবে ঈমান পোষণ করতে হবে। যেমন- নূহ, হুদ, সালিহ, ইবরাহীম, ইছমাঈল, ইয়া‘ক্বোব, ইউছুফ ও অন্যান্য নাবী-রাছুলগণ (ﷺ)। আর যে সকল নাবীগণের (ﷺ) নাম কোরআনে কারীমে কিংবা হাদীছে রাছুলে (ﷺ) উল্লেখ করা হয়নি, তাদের সকলের প্রতি সাধারণভাবে সংক্ষেপে এই ঈমান পোষণ করতে হবে যে, তারা সকলেই মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে আল্লাহর প্রেরিত বান্দাহ, নাবী ও রাছুল ছিলেন।

১. سورة النحل- ৩৬

২. ছুরা আননাহল- ৩৬

৩. سورة النساء- ১৬০

৪. ছুরা আন্নিছা- ১৬৫

এছাড়া দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাসও পোষণ করতে হবে যে, রাছূলগণের (ﷺ) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)।

আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেছেন:-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ.

অর্থাৎ- মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং তিনি আল্লাহর রাছূল এবং শেষ নাবী।^৬

তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) হলেন- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আদিল মুত্তালিবের পুত্র। ‘আব্দুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম ছিলেন ক্বোরাইশ বংশজ। আর ক্বোরাইশ হলো ‘আরারের এক বিশিষ্ট গোত্র এবং ‘আরাবগণ হলেন ইবরাহীম খালীলুল্লাহর (ﷺ) পুত্র ইছমাঈল (ﷺ) এর বংশধর। আল্লাহ (ﷻ) তাঁর ও আমাদের নাবীর উপর সালাত ও ছালাম বর্ষণ করুন।

মুহাম্মাদ (ﷺ) মাক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁকে তেষট্রি (৬৩) বৎসর জীবন দান করেন। তন্মধ্যে প্রথম চল্লিশ (৪০) বছর নাবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে এবং তেইশ (২৩) বছর নাবী হিসাবে অতিবাহিত করেন।

আল্লাহ (ﷻ) তাদের সকলের প্রতি, তাদের পরিবারবর্গ ও সত্যিকার অনুসারীদের প্রতি রাহ্মাত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

সূত্র:- শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু ‘আব্দিল্লাহ ইবনু বায রচিত “আল ‘আক্বীদাতুস্ সাহীহাহ ওয়ামা ইয়ুযা-দ্বোহা”।